25 JUL 2017
20 JUL 2017

যুগান্তর

কুমিল্লায় ফল বিপর্যয়

প্রধান পরীক্ষকের কঠোরতা ও শিক্ষক সংকট দায়ী

আবুল খায়ের, *কুমিল্লা ব্যুরো*

এবার আলোচনায় এইচএসসিতে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ফল বিপর্যয়। এ নিয়ে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলছে। বলাবলি হচ্ছে, ফল বিপর্যয়ের জন্য খাতা মূল্যায়নে বোর্ডের প্রধান পরীক্ষকের কঠোর অবস্থানের সঙ্গে ইংরেজির অভিজ্ঞ শিক্ষক সংকটও দায়ী। বিশেষ করে এবার উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রধান পরীক্ষকের চাপাচাপিকে অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। পরিকল্পিতভাবে কুমিল্লাকে মেধাশূন্য দেখানোর একটি চেষ্টা বলেও মন্তব্য করেছেন অনেক অভিভাবক। ইংরেজিতে ৩৮ শতাংশ ফেল করায় কুমিল্লা বোর্ডের স্থান এবার সর্বনিম্নে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং তিনি বিষয়টি তদন্তের

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

প্রধান পরীক্ষকের কঠোরতা ও শিক্ষক সংকট দায়ী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশ দিয়েছেন। এ বছর কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ফল মোটামুটি হলেও বিপর্যয় ঘটেছে মানবিক বিভাগের পাসের হারে। বিজ্ঞানে ৭২ দশমিক ৭২ শতাংশ এবং ব্যবসায় শিক্ষায় ৪৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে মানবিক বিভাগে ৪২ হাজার ৩৯৩ জনের মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১৬ হাজার ২৭২ জন। এ বিভাগে পাসের হার ৩৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এ বছর সবচেয়ে খারাপ ফল হয়েছে ইংরেজিতে। ফেল করা পরীক্ষার্থীর মধ্যে শুধু ইংরেজিতে ফেল করেছে ৩৭.৯৪ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় ইংরেজিতে ২১ দশমিক ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী বেশি ফেল করেছে। বোর্ড সূত্র জানায়, ইংরেজিতে ফেল করেছে ৩৮ হাজার ৮৩ জন। পদার্থবিজ্ঞানে ২ হাজার ৭৩৫, রসায়নে ২ হাজার ৬৭ ও জীব বিজ্ঞানে ৩ হাজার ২৯০ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ক্ষোভের সঙ্গে জানায়, কুমিল্লাকে ক্রমান্বয়ে মেধাশূন্য করার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করতেই এমনটা হচ্ছে। তাদের আশঙ্কা, শিক্ষাসহ চাকরির ক্ষেত্রে কুমিল্লা পিছিয়ে পড়তে পারে। ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা সরকারি কলেজের বেশ কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তারা জানায়, প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন হয়েছে। এসব প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে শিক্ষকদেরও বেগ পেতে হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরপত্র মূল্যায়নেও কঠোর অবস্থানে ছিলেন শিক্ষকরা। কথা হয় কয়েকজন পরীক্ষকের সঙ্গেও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক পরীক্ষক জানান, এ বছর খাতা মূল্যায়ন করতে বোর্ড থেকে কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়, এতে ফেল করা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ১-২ নম্বরেরও অনুকম্পা দেখানো হয়নি। তারা জানান, পাসের হার প্রমাণ করছে, সিলেট, বরিশাল ও দিনাজপুরের শিক্ষার্থীরা কুমিল্লার পরীক্ষার্থীদের চেয়ে মেধাবী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হাস্যকর। খাতা মূল্যায়নে কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদের অতিবাড়াবাড়ির কারণে শিক্ষার্থীদের ওপর অবিচার করা হয়েছে, তাই পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমেছে। দীর্ঘ এক যুগ দায়িত্বে থাকা ওই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অপসারণ দাবি করেছেন মাঠপর্যায়ে থাকা পরীক্ষক ও কুমিল্লার সচেতন মহল। তবে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ জানান, ইংরেজি বিষয়ে ৩৭.৯৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী ফেল করায় এ বছর ফল খারাপ হয়েছে। তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কিছুই করার নেই। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু তাহের জানান, তার কলেজে পাসের হার ৯১ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫২ জন। তবে ফল বিপর্যয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, এমনিতেই অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর মাঝে ইংরেজি ভীতি রয়েছে, এরপরও অধিকাংশ কলেজে ইংরেজিতে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভালো শিক্ষক না থাকলে ভালো ফল আশা করা যায় না।

এদিকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ফল বিপর্যয় নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'সব বোর্ডের মধ্যে একটা বোর্ডের ফল খারাপ, কেন তা হয়েছে আমি জানি না। ওই এলাকা (কুমিল্লা) থেকে এত বড় বড় অফিসার আসে। কুমিল্লায় এ দুরবস্থা কেন?' বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখতে বলেন। এবারের ফল প্রসঙ্গে বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল খালেক জানান, বোর্ডের আওতায় শহরের কলেজ ছাড়া মফস্বল পর্যায়ে অধিকাংশ কলেজে দক্ষ ও ভালো মানের শিক্ষক সংকট রয়েছে। এতে গ্রামের কলেজগুলোর ফল খারাপ হয়েছে। ইংরেজি বিষয়ে অধিক ফেল করায় সার্বিক ফলাফলে এর প্রভাব পড়েছে।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর